চতুর্থ খণ্ড

শ্রীশ্রীবর্ষাণ নন্দীশ্বর

ও

জাবট দর্পণ।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডবাসী ব্রজমোহন দাস কর্ত্তৃক
অনূদিত ও প্রকাশিত।

৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য দেড় /১০ আনা।

গ্রন্থ সম্বন্ধে নিবেদন—

অনেকে শ্রীবর্ষাণ নন্দীশ্বর ও জাবটে আগমন পূর্ব্বক প্রাচীন লীলাস্থলী ও তীর্থ দর্শনের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ না থাকা গতিকে তাঁহাদের এ বাসনা সম্পূর্ণরূপ সুসিদ্ধ হয় না। অতএব তাঁহাদের অভাব ও অসুবিধা মোচনের নিমিত্ত বর্ণিত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বারা যদি কাহারও উপকার দর্শিতে পারে, তাহা হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি ১৩২৩ সাল, জ্যৈষ্ঠ।

নিবেদক,

শ্রীব্রজমোহন দাস,

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড।

৪৬৫৯

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীশ্রীবর্ষাণ নন্দীশ্বর ও জাবট দর্পণ।

শ্রীশ্রীবর্ষাণ।

শ্রীশ্রীবৃষভানুপুরের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। পশ্চিমদিকে উচ্চপর্ব্বতের উপরে শ্রীশ্রীরাধিকাজীউর মন্দির পরম শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। ঐ মন্দিরের ঈশানকোণে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও শ্রীরাধিকার শৈশব কালের চরণ চিহ্ন, তদনন্তর নীচে যাইবার সময় রাস্তার পার্শ্বদেশে শ্রীরাধিকার পিতামহ শ্রীশ্রীমহীভানুর মন্দির, তদনন্তর শ্রীশ্রীবৃষভানু কীর্ত্তিদা ও শ্রীদামজী, সম্মুখে অষ্টসখীর মন্দির। তদনন্তর গ্রামের পূর্ব্বভাগে শ্রীশ্রীবৃষভানুমহারাজের কুণ্ড ভানুখোর নামে বিখ্যাত। তাহার বায়ুকোণে শ্রীশ্রীকীর্ত্তিদা কুণ্ড। ভানুখোরের নৈঋতকোণে বিহারকুণ্ড, তাহার উত্তরে চিকশালী গ্রাম (চিত্রা সখীর জন্মস্থান)। তাহার উত্তরে দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ রাস্তা শাকরীখোর নামে সুবিখ্যাত। ঐ রাস্তার পূর্ব্ব সংলগ্ন পাহাড়ের উপরে বিলাসগড়, তথায় মনোরম হিণ্ডোলা ও রাসমণ্ডল এবং বিলাসমন্দির অবস্থিত। শাকরী-খোরের পশ্চিম সংলগ্ন পাহাড়ের উপরে দানগড়, তথায় দানমন্দির ও হিণ্ডোলা। তদনন্তর চিকশালী ও বিহারকুণ্ড হইয়া অগ্রে গমন করিলে শ্রীদোহনীকুণ্ড পাওয়া যায়। তদনন্তর শ্রীশ্রীগহ্বরবন ও তন্মধ্যবর্ত্তী কুণ্ড।

গহ্বরবনের বায়ুকোণে পর্ব্বতোপরি ময়ূরকুটী অবস্থিত। তথায় শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক। গহ্বরবনের নৈঋতকোণে পাহাড়ের উপরে মানপুরা গ্রাম। তাহার উত্তরে মানগড় ও মানমন্দির। তাহার উত্তরে জয়পুররাজ মন্দির হইয়া শ্রীশ্রীরাধিকাজীউর মন্দির বিরাজমান। শ্রীবর্ষাণের বায়ুকোণে মুক্তাকুণ্ড। তাহার বায়ুকোণে শ্রীশ্রীউচগাঁও। ঐ গ্রামের অগ্নিকোণে শ্রীশ্রীবলদেবজীউর মন্দির ও ত্রিবেণীকূপ। গ্রামের পশ্চিমে দেহিকুণ্ড, ঐ কুণ্ডের ঘাটের উপরে শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন বিরাজমান। তাহার অল্প ব্যবধানে শ্রীশ্রীনারায়ণভট্টজীউর সমাধিস্থান। তাহার নৈঋতকোণে বিহাবলী নামান্তর আলতাপাহাড়ী অবস্থিত।

ইতি শ্রীশ্রীবৃষভানুপুর দর্পণ সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীবর্ষাণপুরীর উত্তরে পিয়লকুণ্ড নামান্তর পিরিপুকুর। তাহার দেড় মাইল উত্তরে প্রেম সরোবর। তথায় শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক অবস্থিত। তাহার দেড় মাইল উত্তরে শ্রীশ্রীসঙ্কেত গ্রাম। ঐ গ্রামের অগ্নিকোণে বিহ্বলকুণ্ড। গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীসঙ্কেতবিহারীজীউ বিরাজমান। গ্রামের পশ্চিম ভাগে কৃষ্ণকুণ্ড। ঐ কুণ্ড তীরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক. গ্রামের উত্তর ভাগে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজনকুটীরী, নিকটে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর উপবেশন স্থান, তন্নিকটে শ্রীশ্রীরাধাবিহাবলী। তাঁহার নিকটে শ্রীশ্রীসঙ্কেতদেবী বিরাজমান। সঙ্কেত গ্রামের তিন মাইল উত্তরে **শ্রীশ্রীনন্দীশ্বরপুরী নন্দগ্রাম** নামে বিখ্যাত।

শ্রীনন্দগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পর্ব্বতের উপরিভাগে শ্রীনন্দীশ্বরপুরী মণ্ডলীভাবে অবস্থিত। মধ্যস্থ চূড়ার উপরি শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীব্রজরাজ নন্দ ও শ্রীযশোদামাতার মধ্যভাগে সুললিত ত্রিভঙ্গবেশে

দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যুগল ভ্রাতা দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ ও অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছেন। বস্তুতঃ দর্শন করিবার সময় তাৎকালিক অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীনন্দমহলের চতুর্দ্দিকস্থ ছত্রির উপরে দাঁড়াইয়া শ্রীব্রজের অতুলনীয় শোভা সন্দর্শনে এবং তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলাকাহিনী স্মৃতিপথে উদয় করিয়া ভাবুকগণের মনে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় করে তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীমন্দিরের উত্তর দিকে শ্রীশ্রীনন্দীশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। নন্দীশ্বরের চতুর্দ্দিকে যে ছাপ্পান্নকুণ্ড আছেন পর্য্যায়ক্রমে তাঁহাদের নাম ও স্থিতি নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, যথা,—

শ্রীনন্দভবনের উত্তর দরজার পার্শ্বে ১। সিংহপৌরী, নন্দগ্রামের ঈশানকোণে ২। সাঁচকুণ্ড, তদুত্তরে ৩। শ্রীশ্রীপাবন সরোবর, কুণ্ডের দক্ষিণ তীরে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীরা এবং উত্তর তীরে শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক। পাবনসরোবরের ঈশানকোণে ৪। শ্রীশ্রীনন্দীশ্বর তড়াগ নামান্তর ক্ষুন্নাহারকুণ্ড, তাহার উত্তরে ৫। মতিকুণ্ড, তাহার উত্তরে ৬। ফুলয়ারীকুণ্ড, তাহার পূর্ব্বে ৭। বিলাসবট, তাহার পূর্ব্বে ৮। সাহসী নামান্তর সারসকিকুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে ৯। শ্যাম-পিপ্রী, তাহার অগ্নিকোণে ১০। বটকদম্ব, তাহার অগ্নিকোণে ১১। কেয়াড়ীবট, তাহার দক্ষিণে ১২। টৈরকদম্ব, তথায় ময়ূরকুণ্ড, এখানে শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনকুটীরী বিরাজমান। এখানে শ্রীশ্রীরাসমণ্ডল অবস্থিত। টেরকদম্বের দক্ষিণে ১৩। আশেশ্বরকুণ্ড ও আশেশ্বর মহাদেব। তাহার পশ্চিমে ১৪। জলবিহারকুণ্ড, তাহার পশ্চিমে ১৫। চন্দ্রকুণ্ড, তাহার বায়ুকোণে ১৬। কুয়াকী, তাহার দক্ষিণে ১৭। কুকেশ্বর, তদ্দক্ষিণে ১৮। কৃষ্ণকুণ্ড নন্দগ্রামের পূর্ব্ব সংলগ্ন ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাহার পূর্ব্বে ১৯। সেহেন, তাহার দক্ষিণে ২০। বেহেক,

তাহার পূর্ব্বে ২১। যোগীয়া, তাহার পূর্ব্বে ২২। যোগরাকি। তদগ্নিকোণে ২৩। ভাণ্ডারবট, তাহার পূর্ব্বে ২৪। লেওবট, তাহার দক্ষিণে ২৫। অক্রুর (এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন প্রস্তর উপরে ছিলেন; অল্প দিবস হইল কোন সাধু উহা উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন)। শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত শ্রীনন্দীশ্বরে আগমন করিবার সময়ে রাস্তায় এখানে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ চরণচিহ্ন দেখিতে পাইয়া ঐ চরণচিহ্নের অশেষ স্তুতি করিতে করিতে ভাবে মত্ত হইয়া এখানের ব্রজরজে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। এবং এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম অক্রূরের সঙ্গে প্রথম মিলন দ্বারা অক্রূরকে সাদর সম্ভাষণ ক্রমে মথুরার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অক্রূরের নৈঋতকোণে ২৬। বস্ত্রবনকুণ্ড, তাহার দক্ষিণে ২৭। ডুমনবন, তাহার পশ্চিমে ২৮। ঝিমকী-রিমকী কুণ্ডদ্বয়। তাহার বায়ুকোণে শ্রীশ্রীপৌর্ণমাসী গোফা ও ২৯। কুণ্ড, তাহার উত্তরে ৩০। পারলখণ্ডী, তাহার পশ্চিমে ৩১। মোহনকুণ্ড নামান্তর বিশাখাকুণ্ড, তাহার বায়ুকোণে ৩২। শ্রীললিতাকুণ্ড, কুণ্ডের উত্তরাংশে হিন্দুলবেদী বিরাজমান। এই কুণ্ডের পশ্চিমে ৩৩। নারদকুণ্ড, তাহার পশ্চিমে ৩৪। শ্রীসূর্য্যকুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে ৩৫। শ্রীউদ্ধব-কেওয়ারী ও উদ্ধববৈঠক। এখানে শ্রীউদ্ধব দশ মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। তাহার পশ্চিমে ৩৬। শ্রীশ্রীনন্দবৈঠক, গাভী দোহনের সময় এখানে প্রত্যহ নন্দমহারাজ উপবেশন করিতেন। তাহার পশ্চিমে ৩৭। শ্রীশ্রীযশোদাকুণ্ড ও হাউ, তাহার উত্তরে ৩৮। মধুসূদন কুণ্ড। কুণ্ডের ঈশানকোণে শ্রীনৃসিংহজীউর মন্দির। ঐ কুণ্ডের উত্তরে ৩৯। শ্রীযশোদার দধিমন্থনের মাঠ। তাহার নৈঋতকোণে ৪০। দধিকুণ্ড, তাহার নৈঋতকোণে ৪১। কারেলো, তাহার অগ্নিকোণে ৪২। রাবরী-কুণ্ড। তাহার দক্ষিণে (কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশা) ৪৩। কেম, তাহার

নৈঋতকোণে ৪৪। রেম, তাহার বায়ুকোণে ৪৫। মান্ধীরকুণ্ড। তাহার পশ্চিমে ৪৬। পুক্‌রিয়া, তাহার বায়ুকোণে ৪৭। বেলকুণ্ড, তাহার নৈঋতকোণে ৪৮। কেয়ারীকুণ্ড, তাহার বায়ুকোণে ৪৯। পাণিহারীকুণ্ড। তাহার বায়ুকোণে ৫০। চড়খোর, তাহার বায়ুকোণে ৫১। শ্রীবৃন্দাকুণ্ড ঐ কুণ্ডের তীরে শ্রীবৃন্দার প্রতিমূর্ত্তি। এইস্থান নন্দীশ্বরের পশ্চিম। তাহার উত্তরে ৫২। রঞ্জখোর, তাহার উত্তরে ৫৩। শ্রীরুহিণীকুণ্ড। তাহার পূর্ব্বে (কিঞ্চিৎ উত্তর দিশা) ৫৪। দোহনীকুণ্ড, তাহার উত্তরে ৫৫। পাতরাকীকুণ্ড তাহার ঈশানকোণে ৫৬। পিপ্রারকুণ্ড তন্নিকটে রামপুক্‌রিয়াকুণ্ড বিরাজমান। বর্ণিত ছাপ্পান্নকুণ্ড দর্শন করিতে চারি দিবস সময় লাগিয়া থাকে।

অবশিষ্ট লীলাস্থলী, যথা,—পাণিহারীকুণ্ডের পূর্ব্বে এবং নন্দীশ্বর পর্ব্বতের নৈঋতকোণে শ্রীকৃষ্ণ চরণচিহ্ন বিরাজমান। চরণচিহ্ন থাকা গতিকে ঐ স্থানের নাম চরণপাহাড়ী বলিয়া বিখ্যাত। চরণচিহ্নের পূর্ব্ব দিকে গাভা—খোরেরচিহ্ন অবস্থিত। তাহার ঈশানকোণে ময়ুর-কুটী, তাহার পূর্ব্বদিকে শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার খেলার চিহ্ন বিরাজমান। তাহার পূর্ব্বে যুগল উপবেশন স্থল। তাহার পূর্ব্বে পর্ব্বতের নিম্ন প্রান্তে এবং নন্দীশ্বরের নৈঋতকোণে শ্রীশ্রীখিড়কীশ্বর মহাদেব অবস্থিত। তাহার ঈশানকোণে শ্রীশ্রীনন্দমহল ও নন্দীশ্বর মহাদেব।

শ্রীশ্রীমন্দির,—শ্রীনন্দ ভবনের উত্তরে শ্রীশ্রীযশোদানন্দনের মন্দির, নন্দ ভবনের নৈঋতকোণে শ্রীশ্রীরাধারমণের মন্দির, গ্রামের দক্ষিণে শ্রীনৃসিংহজীউর মন্দির বিরাজমান।

শ্রীশ্রীবর্ষাণ ও নন্দীশ্বরের প্রসিদ্ধ মেলা,—

১। ভাদ্র কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয় দিবস সময় শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মলীলা উপলক্ষে শ্রীশ্রীনন্দগ্রামে মেলা বসিয়া থাকে।

২। ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধিকাজীউর শুভ জন্মলীলা শ্রীশ্রীবৃষভানুপুরে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই তিথি হইতে ভাদ্রপৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত শ্রীবর্ষাণে নানা প্রকাব আনন্দ কৌতুক হইয়া থাকে।

৩। ফাল্গুন শুক্লাষ্টমী ও নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীবর্ষাণে হোরীলীলা উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে।

৪। „ দশমী তিথিতে শ্রীশ্রীনন্দীশ্বরে হোরীলীলা উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে।

ইতি শ্রীশ্রীনন্দীশ্বর দর্পণ বর্ণন সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীজাবট।

শ্রীনন্দীশ্বরের দুই মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে শ্রীশ্রীরাধাকান্তেব মন্দির। গ্রামেব পূর্ব্বভাগে শ্রীশ্রীকিশোরীবট, কিশোরীজীউ ও ১। কিশোরীকুণ্ড বিরাজমান। ঐ কুণ্ডের দক্ষিণে ২। সিদ্ধকুণ্ড অবস্থিত। তাহাব নৈঋতে এবং গ্রামের দক্ষিণে ৩। কুন্তলকুণ্ড নামান্তর নীপকুণ্ড। তাহাব উত্তবে কৃষ্ণকুণ্ড ৪। নামান্তর বস্ত্রকুণ্ড। তাহার পশ্চিমে ৫। মুক্তাকুণ্ড নামান্তর গহেনা। তাহার নৈঋতকোণে ৬। বৎসখোর। এখানে শ্রীকৃষ্ণেব নিকটে সুবলবেশে শ্রীরাধিকাজীউ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাব উত্তরে ৭। ডহরবন তাহার উত্তরে ৮। যুগলকুণ্ড। তাহার উত্তরে ৯। বিহ্বলকুণ্ড। তাহার পশ্চিমে ১০। বেরিয়া অর্থাৎ কুলবৃক্ষেব স্থান। তাহার উত্তরে ১১। কানিহারীকুণ্ড। তাহার অগ্নিকোণে এবং বিহ্বলকুণ্ডের ঈশানে ১২। লাড়েলীকুণ্ড। তাহার ঈশানে ১৩। নারদকুণ্ড। তাহার

পূর্ব্বে ১৪। ধর্ম্মককুণ্ড। তাহার দক্ষিণে ১৫। শ্রীশ্রীপারলগঙ্গা পিয়ল কুণ্ড নামে বিখ্যাত। এই কুণ্ড জাবটের বায়ুকোণে অবস্থিত। ঐ কুণ্ডের পশ্চিম তীরে একটী প্রাচীন ফুল বৃক্ষ আছেন। কথিত আছে, শ্রীরাধিকাজীউ নিজ হস্তে এই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। এই বৃক্ষের ফুল বহু যত্নে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মালার জন্য ব্যবহার করিতেন। এই বৃক্ষের নাম পারিজাত বৃক্ষ। প্রতি বৈশাখ মাসে অতি সুগন্ধী ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। বর্ণিত পনর কুণ্ড শ্রীশ্রীজাবটের চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছেন।

ইতি শ্রীশ্রীজাবট দর্পণ বর্ণন সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীব্রজ দর্পণ গ্রন্থ হইতে এই অংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল।

শ্রীব্রজমোহন দাস
শ্রীশ্রীরাধা কুণ্ড
১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ।

সম্পূর্ণ।